Education in 19th century in India

উদ্দেশ্য ঃ

ভারতীয় শিক্ষা সম্বন্ধে মেকলের মন্তব্য সম্পর্কে জানতে পারবে।

মেকলের মন্তব্য (১৮৩৫) ঃ

* প্রেক্ষাপট ঃ

১৮৩১ সালে বাংলার শিক্ষাক্ষেত্রে এক নতুন পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়। ১৮১৩ খ্রী: সনদ আইনের ৪৩ নং ধারার ব্যাখ্যাকে কেন্দ্র করে। শিক্ষা সভার দুই ভিন্ন প্রকৃতির শিক্ষার (প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য) জন্য আগ্রহী দলে বিভক্ত থাকে। প্রাচ্য বিদ্যার সমর্থকদের মতে সাহিত্যের পুনরুজ্জীবন বলতে প্রাচীন ভারতীয় সাহিত্যকেই বোঝানো হয়েছে এবং পণ্ডিত বলতে প্রাচ্য বিদ্যায় পণ্ডিতদের বোঝানো হয়েছে। অপর দিকে পাশ্চাত্য বিদ্যার সমর্থকদের মতে ইংরেজী সাহিত্য ও পাশ্চাত্য শিক্ষায় শিক্ষিত বুদ্ধিবর্গকেই বোঝানো হয়েছে ঐ শিক্ষা ধারায়। এই সময় শিক্ষা সভায় প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য বাদীদের সমান হওয়ার ফলে বিরোধ তীব্র আকার ধারণ করে এবং কার্যকর্মে অচলাবস্থার সৃষ্টি হয়। ইতিমধ্যে ১৮৩৩ সালে সনদ নবীকরণ হয় ও শিক্ষার জন্য বরাদ্দ অর্থ দশ হাজার পাউন্ড থেকে বাড়িয়ে একলক্ষ করা হয়। কিন্তু প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য দ্বন্দ্বের মীমাংসা না হওয়ায় শিক্ষা সভা বাধ্য হয়ে সরকারের শরণাপন্ন হয়। বড়লাট লর্ড বেন্টিঙ্ক তখন তার আইন পরিষদের সদস্য ও শিক্ষা সভার সদস্য মেকলের অভিমত চেয়ে পাঠান।

* মেকলের মন্তব্য :

(ক) মেকলে ১৮১৩ খ্রী: সনদ আইনের বিতর্কিত বিষয়টির উল্লেখ করে যুক্তি দেখালেন সাহিত্যের উন্নয়ন বলতে শুধু সংস্কৃত ও আরবি সাহিত্য কে বোঝায় না। এর দ্বারা ইংরেজী সাহিত্যকেও বোঝায়।

(খ) পন্ডিত বলতে শুধু প্রাচ্য শিক্ষায় শিক্ষিত ভারতীয়দের বোঝায় না। মিল্টনের কাব্য, লক এর দর্শন এবং নিউটনের পদার্থ বিজ্ঞানে প্রকৃতই শিক্ষিত ভারতীয়গনও একই শ্রেণীভুক্ত।

(গ) সনদে বর্ণিত অর্থ সম্পর্কে বলা হল যে শুধু প্রাচ্য সাহিত্যের পুনরুজ্জীবন ও ভারতীয় পন্ডিতদের উৎসাহদানের জন্য এই খরচ করা হবে তা নয়, ব্রিটিশ প্রজাদের মধ্যে পাশ্চাত্য জ্ঞান-বিজ্ঞানের প্রসার ঘটানোর জন্য ও ওই খরচ করা হবে।

(ঘ) শিক্ষার বিষয়গত ও ভাষাগত দাবী সম্পর্কেও মেকলে আলোচনা করেন। শিক্ষার মাধ্যম সম্পর্কে তিনটি মত ছিল। দেশীয় ভাষা বা মাতৃভাষা, সংস্কৃত ও আরবি ভাষা এবং ইংরেজী ভাষা। ওই সময়-ভারতের আঞ্চলিক ভাষা ভাষাগুলি ছিল দুর্বল ও উন্নতর জ্ঞানচর্চার অনুপযুক্ত। মেকলের মতে গ্রীক ও ল্যাটিন ভাষা যেমন ইংরেজী-কে সমৃদ্ধ করেছিল তেমনি মাতৃভাষা বা আঞ্চলিক ভাষাকে ইংরেজী ভাষা চর্চার মাধ্যমে সমৃদ্ধ করে তুলতে হবে।

এখানে তিনি সংস্কৃত ও আরবি ভাষাকেও জ্ঞান প্রসারের জন্য অনুপযুক্ত বলেছেন এবং প্রাচ্যের জ্ঞানভান্ডার সম্পর্কে

Scanned with CamScanner

অসামঞ্জস্য ও ঘৃন্য মন্তব্য করেছেন।
তিনি ইংরাজি ভাষা ও পাশ্চাত্য জ্ঞান বিজ্ঞানের পক্ষে যুক্তি প্রদর্শন করালেন। তার মতে আধুনিক জ্ঞান-বিজ্ঞানের চাবিকাঠি হল ইংরেজি, ভারতের শাসক শ্রেণীর ভাষা ইংরেজি ও বাণিজ্যিক ভাষা হিসেবেও ইংরাজি প্রতিষ্ঠিত হতে চলেছে। ভারতীয়রা সংস্কৃত ও আরবি অপেক্ষা ইংরাজি কে বেশি পছন্দ করে। একা ইংরেজি ভাষাই ভারতীয়কে ইংরেজের মতো রুচি, মতামত, নৈতিকতা ও বুদ্ধির দ্বারা প্রাণবন্ত ও কর্মক্ষম করে তুলবে। এইভাবে উচ্চ ও মধ্যবিত্ত শ্রেণীকে ইংরাজি শিক্ষায় শিক্ষিত করতে পারলে এই শিক্ষার্থীরা স্বাভাবিকভাবে নিম্নস্তরে নেমে আসবে।
তাই জনসাধারণের জন্য ব্যাপকভাবে শিক্ষার ব্যবস্থার পরিবর্তে চুঁইয়ে নামার নীতি অনুসারে সমাজের উচ্চস্তরের জন্য উচ্চশিক্ষার ব্যবস্থা করা হল সরকারের প্রধান দায়িত্ব।
আসলে মেকলে চেয়েছিলেন ইংরাজি শিক্ষার ফলে এমন এক শ্রেণীর লোক তৈরী হবে যারা বর্ণ ও রক্তে শুধু ভারতীয় থাকবে, কিন্তু রুচি, নীতি ও বুদ্ধিতে হবে ইংরেজ।

* ফলাফল :
বড়লাট লর্ড বেন্টিঙ্ক মেকলের মন্তব্যের অনুমোদনে ১৮৩৫ খ্রী: সরকারী নীতি ঘোষণা করে প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য দ্বন্দ্বের সমাপ্তি ঘটালেন। এর ফলে নীতিগতভাবে ইংরাজি ভাষা ও পাশ্চাত্য জ্ঞান-বিজ্ঞান শিক্ষার জয়যাত্রা শুরু হল ভারতের শিক্ষা বিস্তারে।

* Home Assignment :
1. চুঁইয়ে পড়া নীতি কি?
2. ম্যাকলে মিনিট কোন কোন দিক থেকে সমালোচিত হয়।